ঘর-ভরা মোর
শূন্যতারই বুকের 'পরে

ঘর-ভরা মোর
শূন্যতারই বুকের 'পরে

আমিনা তাবাস্‌সুম

শব্দশৈলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
যাঁর গান অবচেতনে আমায় লেখার প্রেরণা যোগায়...

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে ॥

সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশ-পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে?
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি।

ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি!
সকালবেলা চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি,
ঘর-ভরা মোর শূন্যতারই বুকের 'পরে ॥

ঘুমের মধ্যে আমার শরীরে এক ধরনের স্পর্শ টের পাচ্ছি, লোমশ স্পর্শ। আমি এতো ক্লান্ত যে ঘুম থেকে জেগে কী ঘটনা তা দেখার মতো কোনো শক্তি পাচ্ছি না। আজকাল চোখ ভেঙে ঘুম আসে কিন্তু শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিলেই সেই ঘুম কোথায় যেন গায়েব হয়ে যায়। অসহ্যকর একটা ব্যাপার। আজ অনেক কষ্টে ঘুম এসেছে। এই ঘুম নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। আমি লোমশ স্পর্শ অগ্রাহ্য করে ঘুমের দিকে মন দিলাম।

স্পর্শটা ধীরে ধীরে প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগলো। আমার রাত পোশাকের আবরণ ভেদ করে আমার গলায়, বুকে, পেটে এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। শরীরের প্রতিটা বাঁকে বাঁকে, প্রতিটা চড়াই উৎরাইয়ে গা শিরশিরে, গা ঘিনঘিনে লোমশ স্পর্শ। আমি ঘুমের মধ্যে চিন্তা করছি, বুঝার চেষ্টা করছি। কে এভাবে আমাকে স্পর্শ করতে পারে?

ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ মনে হলো এটা নিশ্চয়ই আইরিসের কাজ। আইরিস আমার বিড়াল। চোখের আইরিস বা ফুল আইরিসের নামে ওর নাম না কিন্তু। ও হচ্ছে গ্রিক দেবী আইরিস, রংধনুর দেবী। প্রায় রাতেই ও কুণ্ডুলি পাকিয়ে আমার পাশে ঘুমিয়ে থাকে। আর যখন আহ্লাদী করার ইচ্ছা হয় তখন গড়গড় শব্দ করতে করতে আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ডলাডলি শুরু করে দেয়। এটা আইরিসেরই কাজ। কথাটা চিন্তা করা মাত্র টের পেলাম আইরিস কেমন অস্থির হয়ে উঠছে। হিংস্র হয়ে উঠছে। হঠাৎ করেই ওর তীক্ষ্ম নখ দিয়ে আমাকে আঁচড় দেওয়া শুরু করে দিল। যন্ত্রণায় আমি চোখ মেলে তাকালাম। আমার শরীরের উপর চেপে বসে আছে আইরিস। ওকে কেমন বিশালাকৃতি আর ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। ওর চোখদুটো থেকে যেন রংধনুর সব রং ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু রংগুলো মোটেও সুন্দর না। বীভৎস সব রং।

আইরিসের কী হয়েছে? ওকে এমন হিংস্র লাগছে কেন? এই ভাবতেই আইরিস আমার উপর একেবারে হামলে পড়লো। লম্বা লম্বা ধারালো নখ দিয়ে আমার মুখ, চোখ, শরীর চিরে দিতে লাগলো। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও আমি ওকে সরাতে পারছি না। কিছুতেই না। ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত আমি একেবারে নিস্তেজ হবার আগ মুহূর্তে শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে আমার নখগুলো আইরিসের চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। নেইল পার্লার থেকে নিখুঁত নকশা করা আমার ধারালো, লম্বা ফলস নখগুলো।

ব্যস, মুহূর্তেই দুম করে ঘুমটা ভেঙে গেল। আমার সমস্ত শরীর ঘামে জবজবে ভেজা। আমার বুক ধড়ফড় করছে। এত জোরে ধড়ফড় করছে যে নিজের হৃদস্পন্দনের শব্দে নিজের মাথাই ফেটে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে কোনোরকমে হাত বাড়িয়ে বেডসাইড টেবিলের ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলাম। তারপর টেবিলে রাখা পানির জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে ঢকঢক করে এক বড় গ্লাস পানি খেয়ে নিলাম। এরপরও ধাতস্ত হতে আমার একটু সময় লেগে গেল। ধাতস্ত হয়ে আমার ঘরের চারদিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম। ছিমছাম গোছানো ঘর আমার। বিছানার একপাশে আইরিস কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। গভীর ঘুমে সে মগ্ন। আমি কাঁপা কাঁপা হাতে ওকে একটি ছুঁয়ে দিলাম। সে একটু নড়েচড়ে আবার যথারীতি ঘুম দিল।

আমি প্রায় মিনিট পনেরো বিছানায় গুম হয়ে বসে থাকলাম, আজকের মতো আর ঘুম হবে না। এই স্বপ্ন আমি আজ প্রথম দেখিনি। প্রায়ই দেখি। সামান্য তারতম্য হয় কিন্তু মূল স্বপ্নটা একই থাকে। তারপরও স্বপ্নটা প্রতিবারই আমার কাছে জীবন্ত মনে হয়। কেন যেন কিছুতেই বুঝতে পারিনা যে এটা স্বপ্ন। কারো সাথে এই নিয়ে একটু কথা বলা দরকার। কিন্তু কী যেন একটা অস্বস্তির কারণে এই নিয়ে কারো সাথে কথা বলার সাহস করে উঠতে পারিনি।

এই নিয়ে কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করার কারণ মনে হয় আমি জানি। যেই রাতে প্রথম এই স্বপ্ন দেখি, সেদিনই প্রথম আমার সাব্বিরের সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়। অফিস থেকে হাফ ডে ছুটি নিয়েছিলাম। লাঞ্চের পরই পরিকল্পনা মোতাবেক অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ি। সাব্বির আমার জন্য অফিসের সামনেই অপেক্ষা করছিল। কোনো কথা না বলে আমরা হাঁটা শুরু করেছিলাম। হাঁটা শুরু করেছিলাম মানে সাব্বির হাঁটছিল আর আমি ওকে পিছে পিছে ফলো করছিলাম। কাছেই নাকি ও একটা হোটেল বুকিং দিয়েছে। যাতে করে দুজনে

মিলে একটু নিভৃতে সময় কাটাতে পারি। আমাদের পরিচয় তখন প্রায় ছয়মাসের উপর। প্রথম দুইমাস পরিচয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। পরের চার মাসের শুরুতে প্রেম প্রেম ভাব এবং পরবর্তীতে প্রেম। আমরা দুজনই ম্যাচিউরড মানুষ। ব্যক্তিগত জীবন নানান সমস্যা আর জঞ্জালে পরিপূর্ণ। আমার এক সহকর্মীর মাধ্যমে সাব্বিরের সাথে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে হৃদয় বিনিময়। এরপর কখন যে সব হয়ে গেল যে নিজেই বুঝতে পারিনি। নাহ, কথাটা মনে হয় পুরোপুরি ঠিক না। পরিচয় থেকে ফ্লার্টিং, সেখান থেকে প্রেম প্রেম ভাব আর সেই প্রেম শরীর পর্যন্ত গড়ানো বললেই মনে হয় ঠিক হবে। বন্ধুত্ব, হৃদয় বিনিময় কি আসলেই হয়েছিল? কে জানে? হয়তোবা হয়েছিল, হয়তোবা না।

যা হোক, অফিস থেকে এই মিনিট পনেরো হাঁটা দূরত্বে একটা সস্তা হোটেল একরাতের জন্য বুকিং দিয়েছিল সাব্বির। রাতে তো আর আমাদের হোটেলে থাকার উপায় নাই, দুজনেরই বাড়ি ঘর সংসার আছে। এই দিনের কয়েক ঘণ্টার জন্যই এই হোটেল আর কী। আর দেখতে সস্তা হলে কী হবে, লন্ডনের সস্তা হোটেলের ভাড়াও আকাশচুম্বী। হোটেলের ঘিঞ্জি ঘর দেখে যদিও একটু হতাশই হয়েছিলাম আমি। পরমুহূর্তেই মনে হয়েছিল ভালোবাসা আর ভাবের আদান-প্রদান তো আমরা রাস্তা ঘাটেই করে থাকি। এখানে আমাদের প্রয়োজন শুধু বিছানা। সেটা ঘিঞ্জি ঘরে হলেই কী আর রাজপ্রাসাদে হলেই কী। আর হোটেলের রুমে যতক্ষণ সময় কাটাবো ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত ততক্ষণও সময় কাটানো লাগেনি। ঘরে ঢুকেই সাব্বির অস্থির হয়ে গিয়েছিল। আর আমি? আমিও তো এর অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু তারপরও শেষ মুহূর্তে যে কী একটা কুণ্ঠা চেপে বসেছিল তা বুঝাতে পারবো না। সাব্বির ঢং করছি ভাববে দেখে কিছু বলিনি। যেই কাজে এসেছিলাম সেই কাজ সেরে ফেলেছি। আর সাথে মনের সব কুণ্ঠাও ঝেড়ে ফেলেছি। চিরজীবনের মতো।

আসলেই কি কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি? অবশ্যই পেরেছি। আমি তো আজকাল সুযোগ পেলেই অবলীলায় সাব্বিরের সাথে বিছানায় যাই। কোথায়, কোনো কুণ্ঠাবোধ তো আমার নেই? কিন্তু কুণ্ঠা না থাকলে কী হবে, কিছু একটা বোধ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে? কী সেটা? পাপবোধ নাকি? তা হবে কেন? কিসের পাপ? ধর্মের এই বেঁধে দেওয়া পাপ-পুণ্য বোধে আমি আর বিশ্বাসী না। ধর্মের জোর আমার ঢের দেখা হয়েছে। কিচ্ছু আর বিশ্বাস করিনা আমি।